প্রথম আলো

তারিখ 14 MAY 2010
পৃষ্ঠা ... কলাম ... 2

সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষক-সংকট তীব্র

- বেশির ভাগ প্রতিষ্ঠানে নিয়মিত অধ্যক্ষ নেই
- ৩৭ শতাংশ শিক্ষকের পদ খালি

শিশির মোড়ল ●

সারা দেশে সরকারি মেডিকেল কলেজগুলোতে শিক্ষকের সংকট চলছে। দেশের ১৭টি সরকারি মেডিকেল কলেজে ৩৭ শতাংশ শিক্ষকের পদ খালি। সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি) নিয়োগ ও পদোন্নতি না দেওয়ায় এ সংকট তৈরি হয়েছে। সংশ্লিষ্ট সূত্র মনে করছে, শিক্ষক-সংকটের কারণে চিকিৎসা শিক্ষা ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে।

স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, রাজধানীর তিনটি মেডিকেল কলেজ ছাড়া বাকি ১৪টি সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষকের সংকট তীব্র। অধিকাংশ মেডিকেল কলেজে নিয়মিত অধ্যক্ষ নেই। অধ্যাপক, এমনকি সহযোগী অধ্যাপক ছাড়াই চলছে মেডিকেল কলেজ। কোথাও কোথাও শুধু প্রভাষক নিয়েই চলছে।

স্বাস্থ্য অধিদপ্তর বলছে, ১৭টি মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক, সহকারী অধ্যাপক ও প্রভাষকের পদ আছে সাড়ে চার হাজার। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় বলছে, এর মধ্যে এক হাজার ৬৬৫টি পদ খালি আছে।

মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, সোহরাওয়ার্দী মেডিকেল কলেজ ও স্যার সলিমুল্লাহ মেডিকেল কলেজ—রাজধানীর এই তিন মেডিকেল কলেজে নিয়মিত অধ্যাপকেরা অধ্যক্ষের দায়িত্বে আছেন। আর রাজধানীর বাইরে চট্টগ্রাম, রাজশাহী ও সিলেট মেডিকেল কলেজে নিয়মিত অধ্যাপক দায়িত্ব পালন করছেন। বাকি ১১টি মেডিকেল কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্বে কোনো অধ্যাপক নেই। 'চলতি দায়িত্ব' পেয়ে কেউ অধ্যক্ষের পদে আছেন অথবা কেউ আছেন 'ভারপ্রাপ্ত' অধ্যক্ষ হয়ে। আবার বেশ কয়েকজন 'অতিরিক্ত' দায়িত্ব হিসেবে অধ্যক্ষের পদ আগলে আছেন।

কক্সবাজার মেডিকেল কলেজের অধ্যক্ষ বি এম আলী ইউসুফের সঙ্গে ৯ মে কথা হয় স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে। অ্যানাটমি, ফিজিওলজি, বায়োকেমিস্ট্রি ও কমিউনিটি মেডিসিন—এই চার বিভাগ নিয়ে চলছে কক্সবাজার মেডিকেল কলেজ। কিন্তু চারটি বিভাগে একজনও অধ্যাপক বা সহযোগী অধ্যাপক নেই। একজন মাত্র সহকারী অধ্যাপক আছেন অ্যানাটমি বিভাগে। চিকিৎসা শিক্ষা দিচ্ছেন আটজন প্রভাষক।

খুলনা মেডিকেল কলেজে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের অনুমোদিত পদের সংখ্যা যথাক্রমে ২২, ৩১ ও ৩৭। এই কলেজের ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ কাজী হামিদ আসগর স্বাস্থ্য অধিদপ্তরে জনবলের যে হিসাব জমা দিয়েছেন, তাতে দেখা যায় ৫০ শতাংশ পদ শূন্য পড়ে আছে। এর মধ্যে অধ্যাপক, সহযোগী অধ্যাপক ও সহকারী অধ্যাপকের যথাক্রমে ১৩, ২১ ও ১১টি পদ খালি।

বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিব মেডিকেল বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক সহ-উপাচার্য রশীদ-ই-মাহবুব *প্রথম আলোকে* বলেন, এর প্রভাব পড়ছে শিক্ষার ওপর। উপযুক্ত শিক্ষক বা অভিজ্ঞ চিকিৎসক না থাকার কারণে মেডিকেল শিক্ষার্থীরা মানসম্পন্ন শিক্ষা পাচ্ছেন না।

একাধিক সূত্র বলছে, শিক্ষক-সংকটের কারণে সবচেয়ে অসুবিধা হয় পরীক্ষার সময়। চিকিৎসকদের নিবন্ধন প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যান্ড ডেন্টাল কাউন্সিলের

এরপর পৃষ্ঠা ২ কলাম ২

সরকারি মেডিকেল কলেজে শিক্ষক-সংকট তীব্র

প্রথম পৃষ্ঠার পর

(বিএমডিসি) নিয়ম অনুযায়ী, অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক পেশাগত পরীক্ষায় পরীক্ষক হতে পারবেন। একাধিক মেডিকেল কলেজের বেশ কিছু বিভাগে কোনো অধ্যাপক ও সহযোগী অধ্যাপক নেই।

পিএসসির উদ্যোগহীনতার কারণে নতুন নিয়োগ ও পদোন্নতি আটকে আছে বলে স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় ও মেডিকেল শিক্ষাসংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরা মনে করেন। সরকারের ২৯টি ক্যাডার সার্ভিসের মধ্যে একমাত্র 'স্বাস্থ্য ক্যাডারে' কর্মকর্তাদের পদোন্নতির জন্য পিএসসির পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া বাধ্যতামূলক। কিন্তু পিএসসি নিয়মিত পরীক্ষার ব্যবস্থা না করায় সহকারী ও সহযোগী অধ্যাপকদের পদোন্নতি হচ্ছে না।

পেশাজীবী চিকিৎসকদের সংগঠন বাংলাদেশ মেডিকেল অ্যাসোসিয়েশনের (বিএমএ) নেতারা সম্প্রতি পিএসসির চেয়ারম্যানের সঙ্গে দেখা করে শিক্ষকের সংকট নিয়ে কথা বলেছেন। বিএমএর মহাসচিব শরফুদ্দিন আহমেদ *প্রথম আলোকে* বলেন, 'আমরা পিএসসির চেয়ারম্যানকে বলেছি, শিক্ষকের সংকট চরমে পৌঁছেছে। তাঁকে দ্রুত পদক্ষেপ নেওয়ার কথা বলেছি।'

নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একজন যুগ্ম সচিব বলেন, শূন্য পদে নিয়োগ বা পদোন্নতির জন্য লিখিতভাবে পিএসসিকে নিয়মিত বলা হয়েছে। কিন্তু পিএসসি কোনো উদ্যোগ নিচ্ছে না। তিনি জানান, 'চলতি দায়িত্ব' বা 'অতিরিক্ত দায়িত্ব' দিয়ে কাজ চালাতে বাধ্য হচ্ছে মন্ত্রণালয়।

তবে রশীদ-ই-মাহবুবসহ একাধিক ব্যক্তি এই ব্যবস্থার সমালোচনা করেছেন। তাঁরা বলেছেন, সরকারি প্রশাসনে ক্ষমতাসীনদের প্রভাব অতীতেও ছিল, এখনো আছে। রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিরাই 'চলতি' বা 'অতিরিক্ত' দায়িত্ব নিয়ে উচ্চপদে যাওয়ার সুযোগ পাচ্ছেন। যোগ্যতা ও দক্ষতা এখানে পেছনে পড়ে যাচ্ছে।

রাজধানীর বাইরে অধ্যাপকদের বদলি করতে পারছে না মন্ত্রণালয়। এটা চিকিৎসা শিক্ষার জন্য বড় সমস্যা। স্বাস্থ্য মন্ত্রণালয় সম্প্রতি একজন অধ্যাপককে ময়মনসিংহ মেডিকেল কলেজে বদলি করেছিল। ওই অধ্যাপক সাত দিনের মাথায় বদলি বাতিল করে ঢাকায় আগের পদে চলে আসেন। মন্ত্রী ও সচিব জনসমক্ষে বদলির ব্যাপারে তাঁদের অসহায়ত্বের কথা বলেছেন।

ঢাকার বাইরে বদলির উদ্যোগ নিলে সরকারি চাকরি ছেড়ে দেওয়ার নজিরও আছে। মন্ত্রণালয় একজন অধ্যাপককে (ক্যানসার চিকিৎসক) বরিশাল মেডিকেল কলেজে বদলি করে। ওই চিকিৎসক চাকরিতে ইস্তফা দিয়েছেন।

নিয়মিত পদোন্নতি হলে সমস্যা অনেকটাই দূর হবে এমন ধারণা অনেকেরই। তবে এ ব্যাপারে একাধিকবার যোগাযোগ করেও পিএসসির সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের সঙ্গে কথা বলা সম্ভব হয়নি।